



BEC'69 MAGAZINE

APRIL 2017

CONTENTS

- I. SUNDARBAN TRIP - SONAKHALI /
KATRAKHALI AND FISHERIES –
ASHOKE DATTA**
- II. উনসত্তরে BEC 69 – PRABIR KR. GUPTA**
- III. EK DIN DOL BENDHE – ASHOKE DATTA**

Sundarban Trip - Sonakhali / Katrakhali and Fisheries

On 18th Feb, 2017 Arun with me took a childhood friend of me, Shibaji Roy and left kolkata 6 30 AM. We stayed the night in the launch boat at Sonakhali owned by Shibaji. We occupied three separate rooms and had a good night goat meal dinner and then adda before sleep. The next day we went to Katra khali where Shibaji has 120 years old parental property. A part of land donated and converted as school has about 300 school children. During break at 12 noon we met students and sang "Aguner parasmani" and then National Anthem. The students were very happy.

Then we went to a Fishery on the way and had a rare experience of seeing fish breeding. We were presented a nearly 4 kg Katla fish from the pond.

We came back at 6PM. It was nice, sweet day.

Here are some photos available in bec69.org website Photo Gallery page:

<http://www.bec69.org/bec69/pgallery.php>

Album name: "Sundarban Trip - 18 Feb 2017"

- Ashoke Datta

উনসত্তবে BEC 69

রবিবার সকাল সাতটা, সকালের গঙ্গার ধারের হাঁটা সেরে সবে ফিরেছি, হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল, এত সকালে ফোন পেয়ে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে দেখি, অশোক ফোন করছে। কী বলছিস- বলার আগেই অশোক বলল - তোর 'রেঙ্গুনে কয়েকদিন' লেখাটা পড়ে খুব ভালো লাগল, ছবি দিয়ে আমাদের এত কাছের জায়গাটাকে চেনাবার চেষ্টা করেছিস পড়ে, দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে করছে! বলে রাখি যে লেখাটার ব্যাপারে অশোক ফোন করেছে সেটা বেশ কিছুদিন আগের লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত, বেড়াতে গিয়ে ভালো লেগেছিল সেটাই কাঁচা হাতের ডায়েরির মত করে লিখেছিলাম, তাই পড়ে সাতসকালে ফোন করছে - বন্ধুত্বের এই ছোঁয়াটায় রবীন্দ্রনাথের গান মনে এল -

“তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন / তাই হঠাৎ পাওয়ায় চমকে ওঠে মন” - ভীষণ, ভীষণ ভাল লাগল, দিনটা রঙিন হয়ে উঠল!

যে কথা বলার জগ্যে আগের ঘটনাটার উল্লেখ করলাম, সেটা হল আমাদের প্রানের যোগ আর ভালবাসার কথা। আমাদের মানে সেই উনিশশো উনসত্তরের ব্যাচের বি ই কলেজের বন্ধুরা যারা পাঁচ বছর সুখে দুঃখে একসঙ্গে জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিনগুলো কাটিয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল জীবিকার তাগিদে, আজও জীবন সয়াফে এসেও আমাদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসায় একটুও ভাঁটার টান আসেনি, বয়স উনসত্তর ছুঁতে চলেছে বা ছুঁয়েছে, চেহারা পাল্টেছে, কনে বউ গিল্লি হয়েছেন, ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়েছে, অনেকেই নাতি নাতনিরাও বড় হয়ে উঠছে, কিন্তু দেখা হলেই আমরা স্থান কাল ভুলে সেই কলেজের সোনার দিনগুলোয় ফিরে যাই, এটা সম্ভব হয় আমাদের বন্ধুত্বের নাড়ির টানে।

অশোককে জিজ্ঞেস করলাম কোথা থেকে কথা বলছিস? উত্তরে ও বলল, ও চলেছে সুন্দরবনের এক প্রত্যন্ত গ্রামে - ওর এক বন্ধু নিজের বাড়ি দান করে একটা স্কুল তৈরী করেছে গ্রামের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার জগ্য, অশোক চলেছে সেই স্কুল দেখতে আর সেই কচি কাঁচাদের গান শোনাতে, ওর সঙ্গী অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা অরুণ দত্ত, দুজনে দু রাত সুন্দরবনে কাটিয়ে ফিরবে, আবারও মনে পড়ল আমাদের উৎসাহ আর পাগলামির কথা, যা এত সময় পেরিয়েও একটুও বদলায়নি!

কিছুদিন আগে অরুণ আর অমির দুজনে মিলে গাড়ি চালিয়ে ভারত ভ্রমণ করে এসেছে- সাতাশ দিনে প্রায় ছয় হাজার কিমি পথ পরিক্রমায় অমির চালক ও অরুণ পথনির্দেশক, কোনো তৃতীয় সঙ্গী সঙ্গে ছিল না! পাজাব, রাজস্থান বা তামিলনাড়ুতে ওদের গাড়ি ঘিরে লোকে ভিড় করেছে- দুই বৃদ্ধ - তাও আবার বাঙালি বাবুদের এই আশ্চর্য খেয়ালিপনা দেখে। তামিলনাড়ুতে এক জায়গায় ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গের দায়ে পুলিশ গাড়ি আটক করার পর ওদের এই খামখেয়ালি অভিযানের কথা শুনে ওদের সম্মানে রেহাই দেয়!

যাদের একান্ত প্রচেষ্টায় ও অদম্য উৎসাহে আমাদের একজোট করে BEC69 দল তৈরী হয়েছিল, কাছের দুরের সব বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রত্যেকের সঙ্গে সবাইকার খবরাখবর আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করে ছোটখাটো আড্ডা থেকে নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সকলকে কাছে আনা এই দিয়ে পথ চলা শুরু হয়েছিল বিগত শতাব্দীর আশির দশকে, এখানেই থেমে না থেকে সময়ে অসময়ে বন্ধুদের ও পরিবারের পাশে দাঁড়ান, BEC69 কে একটা দল থেকে এক বৃহৎ পরিবারে রূপান্তর সবকিছু সম্ভব হয়েছে জয়ন্ত ও গৌতমের আন্তরিক প্রযত্নে। গৌতম অকালে আমাদের ছেড়ে যাওয়ায় তার স্মৃতি ও শূন্যতা আমাদের আরো কাছে টেনেছে, জয়ন্ত সকলের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে BEC69 এর কাজের পরিধি বাড়িয়ে তুলেছে, নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পিকনিক বা অল্য সঙ্গিলনীর মধ্য দিয়ে, ছোট বড় টুরের ব্যবস্থা করে আমাদের যোগাযোগ আরো নিবিড় হয়েছে। জয়ন্তের দরাজ গলায় আবৃত্তি, বয়স বাড়ায় আরো গভীর হয়েছে তার উপলক্ষির সঙ্গে - যা আমাদের নানা অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে। পঞ্চাশ বছরের বন্ধুত্বের, মানে আমাদের কলেজে যোগ দেওয়ার পঞ্চাশ বছরপূর্তির অনুষ্ঠান হয়েছিল আমাদের কলেজে, ২০১৪ সালে। BEC69 এর পঞ্চাশ বর্ষপূর্তির আগে আমরা আমাদের একান্ত আপন বি ই কলেজ - যা

আজ দেশের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় IIST, সেই প্রিয় campus এ আমাদের শ্রদ্ধার অবদান ও BEC69 এর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আমরা কলেজের প্রাক্তনীদের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ও নাট্য জগতে নতুন পথদ্রষ্টার নামাঙ্কিত Badal Sarkar Open Air Theatre - সংক্ষেপে BSOAT তৈরির পরিকল্পনা এবং রূপায়নের কাজ শুরু করেছিলাম, জয়ন্ত তার পুরোধা ছিল। অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে সম্প্রতি আমাদের Architectural Plan ও Civil Design কলেজের অনুমোদন পেয়েছে, খুব শীঘ্র construction এর কাজ শুরু হতে চলেছে। এই কাজে বিভিন্ন লোক ও কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশেষত পরিচালক অজয় রায়ের সঙ্গে অনবরত আলোচনা করে কাজটাকে এতদূর নিয়ে আসা জয়ন্তের নিরলস প্রচেষ্টা ও হার না মানা মনোভাবের জন্মই সম্ভব হয়েছে। আমাদের পাঁচ বছরের senior BEC64 গ্রুপকে এই কর্মযজ্ঞে সামিল করাও জয়ন্তই করেছে, নিজের ব্যবসার এবং ওপরে বলা অন্য কাজ এবং আরো অনেক সামাজিক ও কমিটির যার সঙ্গে ও জড়িত সেগুলো বজায় রেখে এতটা করা ওর দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। শরীর অনেক সময় বিদ্রোহ করলেও জয়ন্ত বিশেষ বিরত হয়না, কিছুদিন বিশ্রামের পরেই আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীরের ওপর শোধ নেওয়ার জন্য! জয়ন্তের ব্যাপারে এত কথা বললাম বন্ধুকৃত্ত করার জগ্যে নয়, বয়স উনসত্তরে আমাদের বি ই কলেজের উনসত্তর batch এর দলের পান্ডার কাজকর্মের কিছুটা আভাস দিতে!

আমাদের নীহার কান্তি রায় তার এডভেঞ্চারের সখ মেটাতে পৃথিবীর ছয় মহাদেশে (দক্ষিণ মেরু সমেত) ম্যারাথন দৌড়ে এখনো কিলিমানজারো পাহাড় এবং আরো দুর্গম জায়গায় টেকিং করে চলেছে।

প্রবীর সেনগুপ্ত এখনো বাংলাদেশে অস্থিরতার মধ্যে শহর থেকে দূরে চীনাদের তৈরী তাপ বিদ্যুত প্রকল্পের কাজের তদারকির ভার নিয়ে লড়ে যাচ্ছে, চীনাদের যারা চেনে তারা বুঝতে পারবে তাদের চালাকির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া (যারमध्ये প্রয়োজন মত ইংরাজি না জানার ভান করা একটা বিশেষ কৌশল) কি দুর্কহ ব্যাপার, শরীর মাঝে মধ্যে ঝামেলা করে, অন্য কেউ হয়ত ভালয় ভালয় বাড়ি চলে আসার কথা ভাবত, প্রবীর কিন্তু রণে ভঙ্গ দেয় নি!

রবীনদা আর দীপক WhatsApp এ সাহিত্য, প্রকৃতি, Film, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, গান বাজনা, খেলাধুলো, হরেক রকমের ধাঁধার সমাধান থেকে Crossword puzzle পর্যন্ত সব বিষয় নিয়ে অবিরত আলোচনার ঝড় তুলছে, অরিজিত নিয়মিত মনোগ্রাহী রসিকতার post পাঠাচ্ছে BEC69 WhatsApp এ, অন্যরাও তাদের মতামত দিয়ে আসার জমিয়ে রাখছে!

রজত তার সেই কলেজের দিনের খেলাধুলো সমান ভাবে উপভোগ করছে, পুরনো দিনের চ্যাম্পিয়ন এখনো নিয়মিত সাঁতার কাটে, টেবল টেনিসের সারা ভারত বর্ষিয়ানদের চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে প্রাইজ নিয়ে আসছে, অর্কেস্ট্রার দলে সোৎসাহে গীটার বাজাচ্ছে।

অশোক তার অবসরের সময়টা গানের আর অনুষ্ঠানের মধ্যে কাটাচ্ছে, তার গানের মধ্যে অনেক বৈচিত্র আর পালিশ এসেছে। তা ছাড়াও আমাদের বেড়াতে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করা থেকে গানের ও বিচিত্রানুষ্ঠানের নিখুঁত প্রোগ্রাম করার দায়িত্বও সেই নিয়ে থাকে। আমাদের বিভিন্ন বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্যমনি চন্দ্রনাথের সাবলীল গ্রন্থনায় অনুষ্ঠানকে আলাদা মাত্রা এনে দেয়, তার উপস্থাপনায় এবং টিপ্পনি ও হাস্যরস অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে। অরিজিতের আর পাপড়ির স্তোত্রপাঠ আমাদের সভা এবং অনুষ্ঠানের সূচনাকে পুণ্য ও পূর্ণ করে।

আমাদের বালু (এখন রঞ্জন প্রসাদ) গীটারের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীত আর পল্লীগীতির সঙ্গে দোতার বাজিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে জমিয়ে তোলার মাঝে, কেন্দুলির মেলা ঘুরে এসে, ইউরোপেও পাড়ি দিচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে তার কবিতা আর গান রচনাও থেমে নেই।

আমাদের নিয়মিত যে আড্ডার আসর বসে লেক ক্লাবে প্রতি সোমবার সন্ধ্যাবেলা, তার উদ্যোক্তা বিজয়, যার অদম্য উৎসাহ আর উপস্থিতি অন্য নিয়মিত এবং অনিয়মিত বন্ধুদের জড়ো করে আনে বছরের প্রায় সব সোমবার, প্রবাসী বন্ধুরা কম সময়ের জগ্যে কলকাতায় এলে সেই আড্ডা আরো জমে ওঠে!

প্রত্যেকের কথা আলাদা করে বলা সম্ভব হলনা এই লেখার মধ্যে, কিন্তু যে কথাটা বলার জন্মে লিখতে শুরু করেছিলাম, সেই কথাটা হল বন্ধুত্বের পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এবং হিসেব মত বাহাতুরে ধরার মাত্র তিন বছর আগে, উনসত্তর বছর বয়সেও BEC69 এর বন্ধুরা আজও সেই উনিশশো উনসত্তরের কলেজ ছাড়ার দিনগুলোর মতই প্রানোচ্ছল, খ্যাপাটে আর ‘দলবেঁধে দিঘা যাওয়ার’ আনন্দে মশগুল হয়ে আছে, আমরা কেউ হাল ছাড়তে রাজি নই!

প্রবীর গুপ্ত

Ek Din Dal Bendhe

All six of us, Punnyo, Amir, Arun, Chitta, Shyamal and me, Ashoke left in two cars driven by Amir and Me on 25th Feb, 2017 at 7 AM from Kolkata to Potmaya a tiny village called Naya in West Midnapore, WB. It was planned by Amir who had prior information. Distance from Kolkata to Naya is 120 kms. We stopped at Kolkaghat for breakfast (Luchi, ghugni, sweets and tea). The about 9PM we left again. Leaving the highway no 6 at Debra we crossed Balichak station to reach Pingla and then drove a sweet beautiful road through green fields to reach Naya exactly at 10 30 AM which our GPS suggested--" you have reached your destination". As we met Bahadur Chitrakar who made arrangements, we parked our cars at the village entrance and went inside. They helped us to take the luggage which included my harmonium.

Then the real fascinating journey starts. All the small houses were painted with beautiful colors, mainly figures of fishes, birds, trees and nature. The ladies were working ready to sell gents and ladies garments, toys, decoratives etc. We were given beds in rooms in a newly well-built Guest House inside the village. This has been built by the Govt. All the villagers have one common surname as Chitrakars, We were feeling mesmerised. Soon a team of about 30 Italian students from Milan University came there with a Bengali professor, Urmila Chakrabarty. She lives there last few decades. In the main hall there was all of us and the workshop started. The village ladies joined, there were potua songs. The ladies taught the students how to make colors from flowers and leaves. They made beautiful paintings

on papers. There were songs, dancing. While group left to see the village and buy some stuff we had our Mach/bhat/begunbhaja in Bahadur,s home. After little rest we went see the market place where we met Dukhu shyam chitrakar , the head of the village. He is a facinating person who writes,composes ,sings and paints too. In the evening we had musical session with villagers who enthralled us with songs. We too reciprocated. Bahadur's wife made made Jhal desi murgi for dinner. Oh what a delicious.we came back and slept well till got up at 5AM with Ajans. we had sweet morning tea and morning walk through the villgage greens.The the luchi, tarkari breakfast and left for kolkata at 12 noon. The cost per person for stay, lunch, dinner and breakfast was Rs 750/- per person.

As we reached kolkata 4 30 PM , we had lunch at kolaghat with beer.

We are going to remember our experience rest of our life.

Here are some photos available in bec69.org website Photo Gallery page:

<http://www.bec69.org/bec69/pgallery.php>

Album name: "Potmaya Trip - 25 Feb 2017"

- Ashoke Datta.